তারকের হ'ত যবে একান্ত মনন।
মন বুঝে এসে দেখা দিতেন তখন।।
দশদিন একপক্ষ কিম্বা মাসান্তর।
একারম্ভে থাকিয়া যাইত পুনর্ব্বার।।
কোলাগ্রামে যাইতেন সাধনার ঘরে।
দিন-দশ-দ্বাদশ থাকিত তথাকারে।।
তারকের হ'ত যদি দেখিবারে মন।
কোলাগ্রামে গিয়া করিতেন দরশন।
সাধনার বাটী ভক্তি পাইত প্রচুর।
দশ-বারোদিন পরে যেত জয়পুর।।
কোলাগ্রামে বসতি নামেতে আরাধন।
আরাধন দশরথ ভাই দুইজনা।।
ভোলানাথ খুল্লতাত দশরথ নামে।
বড়ই সুখের বাস ছিল কোলাগ্রামে।।
তার জ্যেষ্ঠ তনয় নামেতে নবকৃষ্ণ।
মথুরানাথ নামেতে তাহার কনিষ্ঠ।।
আরাধন পুত্র ভোলানাথ নামধর।
দশরথ নন্দন যাদব কোটীশ্বর।।
দশরথ গৃহিণী সে ফেলীনামে ধনি।
গোস্বামীকে বড় ভক্তি করিতেন তিনি।।
তাহাকে লোচন ডাকিতেন মা বলিয়ে।
ডাক শুনিতেন মাতা অতি হর্ষ হ'য়ে।।
'যাদবের মা' বলিয়া ডাকিত কখন।
জেঠি বলে কখনে করিত সম্বোধন।।
শ্রীনবকৃষ্ণের চারিপুত্র দুইকন্যা।
জ্যেষ্ঠকন্যা সাধনা, সাধনে বড় ধন্যা।।
সনাতন নামে ছিল ইহাদের জ্ঞাতি।
একবাড়ী তিনঘর করিত বসতি।।
তিনঘর গৃহস্থ একটি বাড়ী পর,
নাহি ভিন্নভাব যেন ছিল একত্তর,
গণনাতে লোক ত্রিশ-ঊনত্রিশ জন,
ছোটবড় নামে প্রেমে মত্ত সর্ব্বজন।।
তারমধ্যে সাধনা নামেতে ছিল যিনি।
সাধনে তৎপরা ছিল যোগেতে যোগিনী।।
আত্মত্যাগী ফলাহারী নিদ্রা না যাইত।
শীতকালে শয্যাতে না শয়ন করিত।।
কটিবেড়া বাসমাত্র গায় নাহি দিত।
ভূমে বাস যোগাসনে যোগেতে বসিত।।
কোলাগ্রামে গোস্বামী লোচন দেব আসি।
সাধনার নিকট থাকিত অহর্নিশি।।
অমায়িক মায়া বাৎসল্যের একশেষ।
গোস্বামী সঙ্গেতে বঞ্চে নাহি কোন ক্লেশ।।
কোন কোন দিন যাইতেন ভিক্ষা জন্য।
জ্ঞানহত বাড়ী যেন হইয়াছে শূন্য।।
সব চেয়ে রহিত গোঁসাই আশা পথে।
শান্ত হ'ত গোস্বামীজী আসিলে বাটীতে।।
গৃহকার্য্য করে থাকে গোস্বামী আশায়।
গোঁসাই আসিলে বড় হরষিত হয়।।
পুরুষেরা কার্য্যান্তরে যাইত যখনে।
গোস্বামীর কাছে যা'ব সদাভাবে মনে।।
দিবাভরি কার্য্য করি যবে সন্ধ্যা হ'ত।
গোস্বামী নিকটে এসে সকলে বসিত।।
প্রেমাবিষ্ট অনুক্ষণ থাকিত সবায়।
বাহ্যহারা হ'য়ে কোন নিশিগত হয়।।
এইভাবে জয়পুর থাকেন গোঁসাই।
সময় সময় যেত সাধনার ঠাঁই।।
যেই ভক্ত সেই হরি ভজ নিষ্ঠা করি।
নামের সহিত আছে আপনি শ্রীহরি।।
মহানন্দ চিদানন্দ রচিতে পুস্তক।
আদেশে প্রকাশে কবি রসনা তারক।।